অদ্বৈত বেদান্ত সম্মত জগৎ ও ব্রহ্মের সম্পর্ক

আমরা আচার্য শংকর সম্মত ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, তাঁর মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরুপাধিক, অপরিবর্তনীয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন হল ব্রহ্ম যদি নির্গুণ-নির্বিশেষ হন, তাহলে ব্রহ্মকে কখনো জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারকরূপে কল্পনা করা যেতে পারে না। আবার জগৎ যদি সত্য হয় তাহলে ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা জগৎ বিনষ্ট হতে পারে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অসৎ বিনষ্ট হতে পারে, কিন্তু সতের কখনো বিনাশ ঘটে না।

শংকরের মতে যা সৎ তা কখনো অসৎ হতে পারে না এবং যা অসৎ তা কখনো সৎ হতে পারে না। কোনো বস্তুর পক্ষে একই সময়ে সৎ ও অসৎ হওয়া সম্ভব নয়। শংকরের মতে এই জগতের কোনো সত্তা ও সত্যতা নেই। এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মতো মিথ্যা অবভাস মাত্র। ঈশ্বর মায়াশক্তির প্রভাবে জগৎ রূপে প্রকাশিত হন এবং অবিদ্যাপ্রসূত মানুষ জগতের সত্তা আছে বলে মনে করেন। কিন্তু আত্মজ্ঞানের উদয় হলেই ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য, ব্রহ্মেরই যে একমাত্র সত্তা আছে এবং জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বরের ও জগতের যে কোনো যথার্থ সত্তা নেই, এই সত্যের উপলব্ধি হয়।

শংকরের মতে জগৎ মায়ার সৃষ্টি। তাঁর মতে মায়া এক অনির্বচনীয় শক্তি। মায়া সৎ নয়, কেননা তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ নয়। আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অবিদ্যার নাশ হয়। তখন জগতের আর কোনো সত্তা থাকে না, মায়ারও কোনো সত্তা থাকে না। আবার মায়া অসৎও নয়। কেননা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট এই জগৎ সাধারণ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষের বিষয়। যা সৎ নয়, আবার অসৎও নয়, তাকেই শংকরাচার্য অনির্বচনীয় বলেছেন। তবে যদি কেউ মনে করেন যে ব্রহ্ম ও মায়া এই দুই সত্তার স্বীকৃতিতে অদ্বৈতবাদের হানি ঘটে তা কিন্তু ভুল হবে। কেননা আচার্য শংকর বলেন যে, ঈশ্বর ও মায়া অভিন্ন। অগ্নির দাহিকা শক্তিকে যেমন অগ্নি থেকে পৃথক করা যায় না। তেমনি ঈশ্বরের মায়া শক্তিকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করা যায় না।

শংকরের মতে অজ্ঞানবশতঃই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভ্রম প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তের সাহায্যে শংকর বিষয়টির সহজ ব্যাখ্যা করেছেন। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হলে তাকে অধ্যাস বলে। অধ্যাস এক প্রকার অবভাস। অধ্যাস হল 'পূর্বদৃষ্ট কোনো বস্তুর অপর বস্তুতে প্রতীতিরূপ মিথ্যা প্রত্যয়'। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর অবভাস বা জ্ঞান হলেই তাকে অধ্যাস বলে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। এই অধ্যাসকে বিশ্লষণ করলে তার দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ প্রতিটি অধ্যাসের ক্ষেত্রে একটি করে অধিষ্ঠান থাকে, যার সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাব ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ সেই অধিষ্ঠানে অপর একটি মিথ্যা বস্তুর আরোপ। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম এই অধ্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ রজ্জুর যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ রজ্জুতে মিথ্যা সর্পের আরোপ করা হয়।

অবিদ্যার দুটি শক্তি - একটি আবরণ শক্তি ও অপরটি বিক্ষেপ শক্তি। অবিদ্যা আবরণ শক্তির দ্বারা প্রথমে অধিষ্ঠানকে আবৃত করে এবং তারপর বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা মিথ্যা বস্তুর সৃষ্টি করে। শংকরের মতে, অবিদ্যাবশতঃই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। অবিদ্যা তার আবরণ শক্তির দ্বারা প্রথমে ব্রহ্ম বা আত্মাকে আবৃত করে এবং তারপরে ব্রহ্মে জগৎ বিক্ষেপ করে জগৎ প্রপঞ্চ বোধ করায়। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল শক্তি যেমন অজ্ঞ দর্শককে প্রতারিত করে, ঐন্দ্রজালিক নিজে যেমন তার দ্বারা প্রতারিত হন না, তেমনি ঈশ্বরের মায়া শক্তি অজ্ঞ ব্যক্তিকেই প্রতারিত করে, ব্রহ্ম তার দ্বারা প্রতারিত হন না। ব্রহ্মকে জগৎ জ্ঞান, অনাত্মাকে আত্ম জ্ঞান, সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান - এই সবই অধ্যাসমূলক। আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অধ্যাস বিনষ্ট হয়। তত্ত্বজ্ঞানী উপলব্ধি করেন যে, ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে। ঈশ্বর বা ঈশ্বরের মায়াশক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্মে মায়া জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করার শক্তিরূপে বিদ্যমান, তার দ্বারা ব্রহ্ম প্রতারিত হয় না। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে মায়া হল অবিদ্যা।

শকরাচার্যের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, বিবর্ত। সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে। সৎকার্যবাদের দুটিরূপ - পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। পরিণামবাদ অনুসারে কারণ ও কার্য উভয়ই সৎ, কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। যেমন ঘট মৃত্তিকার যথার্থ পরিণাম। পরিণামবাদীদের মতে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ব্রহ্মে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং সৃষ্টির মাধ্যমে অব্যক্ত জগৎ ব্রহ্মে কার্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। বিবর্তবাদ অনুসারে কার্য কারণের যথার্থ পরিণাম নয়, কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম ঘটে তখন রজ্জু প্রকৃতই সর্পে পরিণত হয় না, সর্পরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র।। আচার্য শংকরের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। সৎ ব্রহ্মই মায়া শক্তির প্রভাবে মিথ্যা জগৎ রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। রামানুজ ব্রহ্ম পরিণামবাদী। কিন্তু শংকর ব্রহ্ম বিবর্তবাদী।

এখন আমরা জানব শংকরাচার্য কোন অর্থে জগৎকে মিথ্যা বলেন। তাঁর প্রদত্ত সত্তাত্রৈবিধ্যবাদের আলোচনার মাধ্যমে আমরা বিষয়টিকে সহজে অনুধাবন করতে পারব। তিনি বলেন, স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা ও ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের প্রাতিভাসিক সত্তা আছে; প্রমাজ্ঞানের বিষয়ের ব্যবহারিক সত্তা আছে; আর ব্রহ্ম বা আত্মার পারমার্থিক সত্তা আছে। শংকরের এই অভিমতকেই বলা হয়, 'সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ'। স্বপ্ন অভিজ্ঞতার বিষয় স্বপ্নকালে সত্তাবান হলেও জাগ্রত অবস্থায় বাধিত হয়। ভ্রমজ্ঞানের বিষয় ভ্রমকালে সত্তাবান হলেও অধিষ্ঠানের (যথা - রজ্জুর) জ্ঞান হলে (সর্পজ্ঞান) বাধিত হয়। স্বাপ্ন-অভিজ্ঞতা বা ভ্রমজ্ঞানের বিষয় ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ তারা ব্যক্তিবিশেষের কাছে প্রতিভাত হয়।

ভ্রমজ্ঞানের বিষয় ভ্রমকালে প্রতিভাত হওয়ায় তা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ নয়, তবে মিথ্যা। শংকর এই জাতীয় মিথ্যাকে বলেছেন 'ব্যবহারিক মিথ্যা'। প্রমাজ্ঞানের বিষয় মিথ্যা হলেও এই প্রকার নয়। প্রমাজ্ঞান সর্বানুভবসিদ্ধ হওয়ায় তাদের ব্যবহারিক সত্তা অস্বীকার করা যায় না। প্রমার বিষয় সাধারণের অনুভবের বিষয় - জ্ঞাতা মাত্রই প্রমার বিষয়কে সৎ বলে মনে করে। ঘট, পট জাতীয় জ্ঞানের বিষয়কে একজন প্রত্যক্ষ না করলে অপরে প্রত্যক্ষ করতে পারে অর্থাৎ প্রমার বিষয় ব্যক্তিবিশেষের অনুভবের ওপর নির্ভশীল নয়। তবে, প্রমাজ্ঞানের বিষয়ও অবাধিত নয় - ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে নামরূপের জগৎ - ঘট, পটের জগৎ - বাধিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কখনও বাধিত হয় না।

যা অবাধিত তা মিথ্যা হতে পারে না, তা পরমসৎ। এজন্য শংকরের মতে ব্রহ্মকে 'মিথ্যা' বলা যায় না - ব্রহ্মেরই কেবল পারমার্থিক সত্তা আছে। কাজেই, জগৎ বিষয়ক প্রমাজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হওয়ায় জগৎও সদসৎবিলক্ষণ অর্থাৎ মিথ্যা। জগৎ বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ নয়, কারণ তা ভাবরূপে সকলের কাছে প্রতিভাত হয়; আবার জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় সৎ নয়, কারণ তা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। শংকর জগতের মিথ্যাত্বকে 'পারমার্থিক' বলেছেন, অর্থাৎ জগৎ পারমার্থিক মিথ্যা। স্পষ্টতই ভ্রমজ্ঞান ও প্রমাজ্ঞানের বিষয় মিথ্যা হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভ্রমজ্ঞানের মিথ্যাত্ব ব্যবহারিক, জগৎ-বিষয়ক প্রমাজ্ঞানের মিথ্যাত্ব পারমার্থিক। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই কেবল পারমার্থিক সত্তা বা সত্যতা আছে। ব্রহ্ম ত্রিকাল অবাধিত সৎ।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ